ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৭৬৭
আগরতলা,০৯ মার্চ,২০১৮।

আসাম রাইফেলস্ ময়দানে জনতার সামনে
বিজেপি-আই পি এফ টি জোট মন্ত্রিসভার শপথ

ঘড়ির কাঁটা তখন সবেমাত্র বেলা ১২টার ঘর অতিক্রম করেছে। জনতার উল্লাস আর করতালির মধ্যে আসাম রাইফেলস্ ময়দানের শপথ সমারোহ মঞ্চে উঠে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। সাথে রাজ্যপাল তথাগত রায় ও সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপি ও আই পি এফ টি জোটের পরিষদীয় দলনেতা বিপ্লব কুমার দেব। আসাম রাইফেলস্ ময়দানে তখন জনতার ঢল। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উপস্থিত জনতার মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। জনতার এই প্রত্যাশার সামনে দাঁড়িয়েই শপথ নিলেন বিজেপি - আই পি এফ টি জোটের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ। মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিজেপি-আই পি এফ টি জোটের পরিষদীয় দলনেতা বিপ্লব কুমার দেব। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল তথাগত রায়। এরপর একে একে শপথ নেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যীষ্ণু দেববর্মা এবং মন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, রতনলাল নাথ, সুদীপ রায় বর্মণ, প্রণজিৎ সিংহ রায়, মনোজ কান্তি দেব, মেবার কুমার জমাতিয়া ও সান্ত্বনা চাকমা। তাঁদেরও শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল তথাগত রায়। সমগ্র শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুখ্য সচিব সঞ্জীবরঞ্জন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি দলের বর্ষীয়ান সাংসদ লালকৃষ্ণ আডবানি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন, বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি সাংসদ অমিত শাহ, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, আসামের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন্দ্র সিং, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পত্নী নীতি দেব, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সাংসদ লক্ষ্মী নারায়ণ যাদব, সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী, বিজেপি-আই পি এফ টি জোটের নবনির্বাচিত বিধায়কগণ, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা প্রমুখ। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের ও আরক্ষা দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ।

****